দৈনিক সংবাদ

29

তারিখ ... AUG. 03 1999
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

জা'নগর ভার্সিটি ☐ অস্ত্রসহ তিন সন্ত্রাসী গ্রেফতার

সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের তাড়া খেয়ে পালিয়েছে সন্ত্রাসীরা

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা গতকাল সোমবার বিভিন্ন হল থেকে ধর্ষণকারী ও বহিরাগতদের তাড়িয়ে দিয়েছে। ধর্ষণকারী মহিবুল্লাহ গ্রুপের পর হত্যাকারী কাঁকড় গ্রুপের সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসের দখল নিলে ছাত্রছাত্রীদের দ্বিতীয় দফা তাড়া খেয়ে হত্যাকারী গ্রুপের সন্ত্রাসীরাও ক্যাম্পাস ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ এখন সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের হাতে।

রোববার রাতে ৩টি হলে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ৩ সন্ত্রাসীকে দুটি অস্ত্র ও ১৫ রাউন্ড গুলিসহ গ্রেফতার করেছে। তল্লাশির খবর আগেই ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সন্ত্রাসীরা এ সময় আত্মগোপন করেছিল বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল সোমবার

গ্রেফতার ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল সোমবার ছাত্রছাত্রীরা ভিসির কার্যালয় ঘেরাও করে ও স্মারকলিপি দেয় — সংবাদ

গ্রেফতার ঃ অস্ত্রসহ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ৩ শতাধিক ছাত্রছাত্রী সাধারণ ছাত্রঐক্যের ব্যানারে জঙ্গি মিছিলসহ আ ফ ম কামালউদ্দিন হলের দিকে যায়। মিছিলটি এ হলের গেটে যাওয়ার সাথে সাথে অবস্থানরত ধর্ষণকারী ও বহিরাগত সন্ত্রাসীরা হলের পেছন গেট দিয়ে পালিয়ে যায়। পর্যায়ক্রমে ছাত্রছাত্রীরা জঙ্গি মিছিলসহ মওলানা ভাসানী ও শহীদ সালাম বরকত হলে যায়। সেখান থেকেও সন্ত্রাসীরা একইভাবে পালিয়ে যায়।

ছাত্রছাত্রীরা জঙ্গি মিছিলসহ হলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে বিভিন্ন রুমে সন্ত্রাসীদের খুঁজতে থাকে। এ সময় তারা সালাম বরকত হলের ৩টি কক্ষ ভাঙচুর করে। তারা জানিয়েছে, এ রুমগুলোতে সন্ত্রাসীরা থাকতো।

সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের এই অভ্যুত্থানের সুযোগে ধর্ষণকারী গ্রুপের সন্ত্রাসীদের অনুপস্থিতিতে হত্যাকারী গ্রুপের সন্ত্রাসীরা বেলা আড়াইটার দিকে কামাল উদ্দিন, ভাসানী ও সালাম বরকত হলে অবস্থান নেয়। এ গ্রুপের প্রধান- কাঁকড় ও নাহিদ ক্যাম্পাসে না থাকলেও তাদের সমর্থনপুষ্ট ক্যাডাররা অবস্থান নেয়। তবে ছাত্রছাত্রীদের দ্বিতীয়দফা তাড়া খেয়ে গতকাল বিকেলের দিকে তারাও পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ক্যাম্পাস মূলত এখন সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দখলে। কোন সন্ত্রাসী এখন প্রকাশ্যে নেই।

গত রোববার রাতে দুশতাধিক পুলিশ প্রক্টর ও হল প্রভোস্টদের নেতৃত্বে ৩টি হলে তল্লাশি চালায়। কিন্তু তল্লাশির খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ায় মহিবুল্লাহ সমর্থিত জামান গ্রুপের সন্ত্রাসীরা নিরাপদ স্থানে চলে যায়। ফলে হলগুলো থেকে কোন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার বা কোন অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি। তবে কামালউদ্দিন ও ভাসানী হলের মাঝামাঝি বটতলা এলাকা থেকে আত্মগোপনকারী এক বহিরাগত সন্ত্রাসীকে (জামান গ্রুপের) পুলিশ একটি কাটা বন্দুক, একটি দেশী এলজি এবং ১৫ রাউন্ড গুলিসহ গ্রেফতার করে। এই বহিরাগত সন্ত্রাসীর নাম আবুল হাসনাত ওরফে কালা সেন্টু। সে গত ৩০শে জুলাই রাতে জামান গ্রুপের হল দখলে নেতৃত্ব দেয়।

এছাড়া জামান গ্রুপের সক্রিয় কর্মী সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র রুহুল আমিনও গ্রেফতার হয়।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা সন্ত্রাসীদের তাড়িয়ে দেয়ার পর প্রশাসনিক ভবনের সামনে জড়ো হয়। প্রথমে উপাচার্যকে না পেয়ে তারা ৩টি কক্ষ ভাঙচুর করে। চার্যকে ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রশাসনের বক্তব্য ও অবস্থান জানানোর দাবি জানায়। উপ-উপাচার্য সমাবেশস্থলে আসেন এবং ছাত্রছাত্রীদের দাবি-দাওয়া শোনেন। তিনি উপাচার্যকে সব জানাবেন বলে আশ্বাস দেন। এ সময় ছাত্রছাত্রীরা উপ-উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দেয়। স্মারকলিপিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধর্ষণের দায়ে বহিষ্কৃতদের গ্রেফতার ও এদের বিরুদ্ধে মামলার দাবি জানায়। সাধারণ ছাত্রঐক্য ক্যাম্পাসে ধর্ষণকারী, হত্যাকারী ও সন্ত্রাসীমুক্ত করে সকল ছাত্রছাত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আজ সকাল দশটা পর্যন্ত আলটিমেটাম দেয়। এ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তারা উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলনের ঘোষণা দেয়। এছাড়া সাধারণ ছাত্রঐক্য টাস্কফোর্সের হয়রানি বন্ধ এবং নিরাপত্তার জন্য পুলিশ মোতায়েনের দাবি জানায়। এ সময় প্রায় এক ঘন্টা (বেলা একটা পর্যন্ত) উপ-উপাচার্য অবরুদ্ধ থাকেন।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর ধর্ষণ ও সন্ত্রাসবিরোধী অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানিয়েছে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগের জামান গ্রুপের নেতা নুরুজ্জামান, ছাত্রদলের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাজমুল হোসেন ইলিম ও সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমান বাবুল সাংবাদিকদের জানান, ছাত্রদলের কোন গ্রুপ আল বেরুনী হল দখল করেনি।